তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৮/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব মফিজুল হক তারা
পিতা-মৃত ইউসুফ উদ্দিন
বর্তমান ঠিকানা-খোরশেদ স্মরণী
ভি-এইড রোড, গাইবান্ধা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
উপ সহকারী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৫-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মফিজুল হক তারা ০৩-০১-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

উচ্চমান সহকারী শামীম মিয়া ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী সিদ্দিকুর রহমান এর যোগদান ও অন্যান্য তথ্য সংক্রান্ত নিম্ন বর্ণিত তথ্য সমূহ-

১. **উচ্চমান সহকারী শামিম মিয়ার নিয়োগ সংক্রান্ত অফিস আদেশ/নিয়োগ পত্রের ফটোকপি।**
২. **উচ্চমান সহকারী শামিম মিয়া কোন আদেশের বলে এবং কোন তারিখ হতে হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। সেই আদেশের ফটোকপি।**
৩. **উচ্চমান সহকারীর দায়িত্ব সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ফটোকপি।**
৪. **হিসাব রক্ষক মাহবুব পারভেজ কোন তারিখে গাইবান্ধা জেলা পরিষদে যোগদান করেন। মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশের ফটোকপি।**
৫. **হিসাব রক্ষক মাহবুব পারভেজ এর পরিবর্তে উচ্চমান সহকারী শামিম মিয়া দায়িত্ব পালন করছে। তা হলে হিসাব রক্ষক মাহবুব পারভেজের অবস্থান গাইবান্ধা জেলা পরিষদের কোন পর্যায়ে রাখা হয়েছে তার অফিস আদেশের ফটোকপি।**
৬. **মাহবুব পারভেজ তার হিসাব রক্ষক পদের দায়িত্ব বুঝে দেয়ার জন্য কয়েক দফা আবেদন করলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এসব আবেদনের ফটোকপি।**
৭. **উচ্চমান সহকারী শামিম মিয়া কত জন পিয়ন ইনটাইটেল। বাজার করে দেয়া, বাড়ি থেকে খাবার আনা থেকে শুরু করে তার কক্ষে অন্তত ৪-৫ জন পিয়ন কাজ করে। উচ্চমান সহকারী শামিম মিয়াকে এ ধরনের কাজের জন্য কত জন পিয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে? এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ বা মন্ত্রণালয়ের আদেশের ফটোকপি।**
৮. **উচ্চমান সহকারী শামিম মিয়া কিভাবে হিসাব রক্ষকের চেয়ারে বসে থেকে বহিরাগত ব্যক্তিদের দিয়ে হিসাব রেজিস্টার লেখালেখির কাজ করে থাকেন। এ ছাড়াও তিনি পিয়ন থেকে শুরু করে অফিসের অন্যান্য কর্মচারিদের দিয়ে ফাইলে নোট দেয়া, বিল-ভাউচার পরীক্ষা করা, চেক লেখা, ও রেজিষ্টার লেখালেখির কাজ করেন। যা হিসাব রেজিষ্টার, ফাইল নোট, বিল-ভাউচার, চেক রেজিষ্টার পরীক্ষা করলে প্রমান পাওয়া যাবে। তার এ ধরনের অনৈতিক কাজের অফিসিয়াল আদেশ দেয়া হয়ে থাকলে সেই আদেশের ফটোকপি।**
৯. **উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ সিদ্দিকুর রহমান গাইবান্ধা এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস হতে গাইবান্ধা জেলা পরিষদে প্রথম যোগদানের মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশ, গাইবান্ধা জেলা পরিষদ হতে মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদে বদলীর অফিস আদেশ, মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদ হতে আবারও গাইবান্ধা জেলা পরিসদে যোগদানের তারিখ ও আদেশের ফটোকপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-০২-২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ এ কে এস মাহবুবুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৯-০২-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১০-০৪-২০১৬ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৫-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মফিজুল হক তারা হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপ সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্যাদি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের পরের দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করায় তিনি কমিশন বরাবরে অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন।

০৫। প্রতিপক্ষ উপ সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রস্তুত করতে সময় লেগেছে। তথ্য মূল্য গ্রহণ পূর্বক অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগটি প্রত্যাহারের আবেদন করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগটি প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]